১৩/৭/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

দৈনিক ইত্তেফাক

আজ ঘোষণা দিয়াই ছাত্রদল ক্যাম্পাসে হল দখলে যাইবে

ছাত্রলীগের সশস্ত্র অবস্থান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার । আওয়ামী লীগ সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর এব তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলে মধ্যে ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কা থাকায় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহ করিয়াছে। গত দুইদিন ছাত্রদল ক্যাম্পাসে না আসায় কোন সংঘাত সৃষ্টি হয় নাই। তবে আজ রবিবার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়াই ছাত্রদল ক্যাম্পাসে আসিবে। ছাত্রদল নেতা কর্মীদের হলে তুলিয়া দেওয়াসহ হল হইতে ছাত্রলীগের সশস্ত্র ক্যাডারদের বিতাড়িত করা দাবীতে আজ তাহারা কলাভবনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ

আজ ঘোষণা দিয়াই

(১ম পৃঃ পর)

করিবে। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করিতে আসিলেও তাহাদের মূল টার্গেট হইবে হল দখল। গতকাল শনিবার ছাত্রদল সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন লাল্টু এই প্রতিবেদককে বলেন, বৈধ ছাত্ররা হলে থাকিতে না পারিলে যদি কোন রক্তপাত ঘটে তবে এই দায়িত্ব ভিসি আজাদকেই নিতে হইবে। অন্যদিকে, ছাত্রলীগ আজ প্যারেড স্কোয়ারে আওয়ামী লীগের কর্মসূচীতে যোগ দিবে। ছাত্রদলের ক্যাম্পাসে আগমন প্রসঙ্গে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বলেন, ছাত্রদলের বৈধ ছাত্র যাহাদের বৈধ কাগজপত্র আছে তাহারা অবশ্যই হলে থাকিবে। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন রহিয়াছে। ইহা লাল্টু-পিন্টুর কাজ নয়।

এদিকে, ব্যাপক সহিংসতার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই হলগুলি হইতে সাধারণ ছাত্ররা অন্যত্র যাইতে শুরু করিয়াছে। ৩ শতাধিক পুলিশ সার্বক্ষণিক ক্যাম্পাস কর্ডন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্র ১০টার পর কোন গাড়ী বা বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে প্রবেশের ব্যাপারেও অলিখিত নিষেধাজ্ঞা জারি রহিয়াছে।

রাতের ক্যাম্পাস মুহুর্মুহু গুলীর শব্দে প্রকম্পিত হয়। গত দুইদিনে বিভিন্ন হল হইতে প্রায় দেড় শতাধিক রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছোঁড়া হইয়াছে।

হলগুলিতে ক্যাডারদের সশস্ত্র অবস্থান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে যে সমস্ত অস্ত্র রহিয়াছে তাহার মধ্যে আর্মানি পিস্তল, বি-৫৬ রাইফেল, শর্টগান, কাটা রাইফেল, নাইন এম এম পিস্তল ও লেদার মেশিনে তৈরী পাইপগান উল্লেখযোগ্য। বাগেরহাট গ্রুপের তত্ত্বাবধানে মুহসীন, সূর্যসেন ও স্যার এ এফ রহমান হলে বেশ কিছু আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র রহিয়াছে। মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপের তত্ত্বাবধানে বঙ্গবন্ধু, জিয়াউর রহমান ও জসিমউদ্দিন হলের বেশ কিছু অস্ত্র এবং কার্জন হল এলাকার শহীদুল্লাহ ও ফজলুল হক হলে সশস্ত্র অবস্থায় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রস্তুত হইয়াই আছে। সার্জেন্ট জহুরুল হক হল ও স্যার এ এফ রহমান হলে রহিয়াছে দেশী বন্দুক ও কাটা রাইফেল। রোজ রাতে এইসব অস্ত্র দিয়া এখন নবীনদের হাতেখড়ি চলিতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির মধ্যে মুহসীন হল, সূর্যসেন হল এবং এফ রহমান হল বাগেরহাট গ্রুপ, জিয়াউর রহমান ও বঙ্গবন্ধু হল মাদারীপুর-শরিয়তপুর গ্রুপ এবং কার্জন হল এলাকা সিটি কর্পোরেশনের ফাইভ ষ্টার গ্রুপের ইকবাল হোসেন অপু ও কালা সেন্টুর নিয়ন্ত্রণাধীন রহিয়াছে।

এদিকে গত রাত্র ২টার সময় ও শাহাবাগ মোড় হইতে বঙ্গবন্ধু হল লক্ষ্য করিয়া ২ রাউন্ড গুলী বর্ষণ করা হয়। পুলিশের তথ্য মতে জানা যায়, পল্টনের সমাবেশ হইতে আসার পথে ছাত্রদল কর্মীরা এই গুলী ছোঁড়ে। হলে হলে রণ প্রস্তুতি ও কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নজীরবিহীন করার কারণে ক্যাম্পাসে ভূতুড়ে পরিবেশ বিরাজ করিতেছে।